আমি ক্ষণেক হাসি, ক্ষণেক কাঁদি সখি, মন পোড়া
বাউরি সেজেছি।।

৪। লেগে সেই রূপের ছটা, আমার খসে পল পঞ্চ কাঁটা,
জাত কুলের পর দিয়ে বাটা, তরঙ্গে সাঁতার খেলতেছি।
যে দিক ফিরাই আঁখি, সেই দিক দেখি সখি
হরিময় জগৎ দেখতেছি।।

৫। তারকচাঁদ ডেকে বলে, স্বামী মহানন্দের সঙ্গ নিলে,
তাঁর এই দশা ঘটে কপালে স্বচক্ষে কত দেখেছি।
এবার অশ্বিনী ঐ রোগে মরুক জ্বলে তা হ'লে আনন্দে নাচি।।

৬৮ নং তাল-ঠুংরী

রূপ সাগরে যে জন ডুবেছে।
সে যে স্বরূপ রূপে নয়ন দিয়ে, মনের মানুষ বলে কাঁদতেছে।।

১। হয়ে সে রূপের আশ্রিত, ডুব দিয়ে জনমের মত।
ও সে হয়ে রূপের অনুগত, প্রেম সাগরে ভাসতেছে।।

২। ডুবু ডুবু নয়ন তারা দু'নয়নে বহে ধারা।
তার প্রেমে তনু জ্বারা জ্বারা মরমে দাগ লেগেছে।।

৩। হাই হুতাশ বাতুলের মত, কেঁদে বেড়ায় অবরিত।
ও সে সমর্পিয়া আত্ম স্বার্থ, সাঁই বলে হাই ছাড়তেছে।।

৪। হরিচাঁদের প্রেম বাতাসে, গোলোকচাঁদ তরঙ্গে ভাসে।
দয়াল মহানন্দ ঐরূপ রসে, পাগল বেশে ঘুরতেছে।।

৫। ডেকে বলে তরকচন্দ্র, অশ্বিনী তোর যায় না সন্দ।
ঐ দেখ উদয় হ'ল হরিশচন্দ্র জগৎ আলো করেছে।।

---

* শ্রীশ্রী হরি-গুরুচাঁদ চরিত্র সুধা গ্রন্থ পাঠ করুন।